১৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সঙ্কট

দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বর্তমানে কম-বেশি শিক্ষক সঙ্কট বিদ্যমান। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার-তুলনায় অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। গ্রামগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক স্বল্পতার খবর হরহামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক সঙ্কটের খবর প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতার খবর তো রয়েছেই। তবে শিক্ষক সঙ্কট বর্তমানে সবচেয়ে তীব্র হয়েছে দেশের বেসরকারী কলেজগুলোতে।

দেশে বর্তমানে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ১২২৯টি। তন্মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হচ্ছে ৪৫৩টি; ইন্টারমিডিয়েটসহ ডিগ্রী কলেজ ৩৮৮টি এবং শুধু ডিগ্রী কলেজ ৩৮৮টি। এ সকল কলেজে যেমন লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে তেমনি প্রতিবছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে হাজার হাজার নতুন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে এ সকল কলেজে কেবল নিয়মিত লেখাপড়াই বিঘ্নিত হচ্ছে তা নয়; বরং বলা চলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছে এক মারাত্মক অচলাবস্থা।

দৈনিক জনকণ্ঠে গত রবিবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বেসরকারী কলেজগুলোতে বর্তমান শিক্ষক সঙ্কটের মূল কারণ একটি। আর তা হচ্ছে সাবেক বিএনপি সরকারের আমলে বেসরকারী কলেজগুলোর ক্ষেত্রে জনবল কাঠামো সংক্রান্ত নীতিমালা। ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর ওই নীতিমালায় বলা হয় ঃ বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতি বিষয়ে ১ জন এবং ডিগ্রী কলেজের প্রতি আবশ্যিক বিষয়ে ২ জন ও ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ একজন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এর চেয়ে বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকেই ঐ শিক্ষকের সমুদয় বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর থেকে গত এক বছর ধরে দেশের বেসরকারী কলেজগুলোতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ বলতে গেলে পুরোপুরিভাবেই বন্ধ রয়েছে। বস্তুত বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সঙ্কটের মূল কারণ এখানেই নিহিত।

এ কথা প্রায় সকলেরই জানা, দেশের বেসরকারী কলেজগুলোর শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগই সরকার দিয়ে থাকে। অবশিষ্ট ২০ ভাগ কলেজ কর্তৃপক্ষ বহন করে। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতির কথা ভেবেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো কিংবা প্রয়োজন হলেও শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে না। দেশের কিছু কিছু কলেজের হয়ত শিক্ষকদের পুরো বেতন-ভাতা প্রদান করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আছে, কিন্তু অধিকাংশ কলেজের পক্ষেই যে তা দেয়া সম্ভব নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বেসরকারী কলেজে শিক্ষক সঙ্কট নিরসনে সাবেক সরকার প্রণীত নীতিমালা বাতিল করা একান্ত জরুরী। অবশ্য এ নীতিমালা বাতিল করার জন্য শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই দাবি উঠেছে। গত এক বছর ধরে শিক্ষকরা এ নিয়ে আন্দোলনও করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলও এ আইনকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে এটি বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। একই সঙ্গে কাউন্সিল বেসরকারী কলেজের বর্তমান শিক্ষক সঙ্কট দূর করার জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজে প্রতি ১২৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন এবং ডিগ্রী কলেজে প্রতি বিষয়ে ২ জন শিক্ষক নিয়োগের সাবেক বিধান আবার চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করেছে।

এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, দেশের উচ্চ শিক্ষার শতকরা ৮০ ভাগই বেসরকারী কলেজগুলোর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণে বেসরকারী কলেজগুলোর মধ্যে বিরাজমান বর্তমান শিক্ষক সঙ্কট নিরসন করা একান্ত জরুরী।

সরকার অবশ্য ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা চলতি মাসেই এ সঙ্কট নিরসনে কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একটি দশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছেন। যে কমিটির কাজ হবে বেসরকারী কলেজের জন্য ঘোষিত জনবল সম্পর্কিত কাঠামোর নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করা। আমরা আশা করি ঃ ঐ কমিটি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। আর এই দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের যেমন দেশের বেসরকারী কলেজগুলোর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে, একই সঙ্গে তাঁদের ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বাস্তব চাহিদাও নিরূপণ করতে হবে। আর এ দু'টির সমন্বয়ের মাধ্যমেই তাঁদের জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করা উচিত বলে আমরা মনে করি।